মিথ : রক্তের গভীরে এক আবহমান জাদুবিস্ময়, প্রত্ন স্মৃতিভাণ্ডার

গৌতম গুহ রায়

মানব সভ্যতার সূচনাপর্বকে কোনো সময়রেখায় চিহ্নিত করা যায় না। বহমান সহস্র বছরের জীবনপ্রবাহ ঋদ্ধ প্রজ্ঞাকে সে ধারণ করেছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে সে নিজেকে আরও দৃঢ় করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। একে একে জয়তী হয়েছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, জান্তব আক্রমণের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তাকে। এই লড়াইকে মানুষ চেতনায় ধারণ করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মে সেই চেতনাকে সে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে, এই আকাঙ্ক্ষাই কাহিনির চেহারায় তুলে দিয়েছে সন্তান-সন্ততির কাছে। ভাষা আশ্রয়ী এই কাহিনি কখনও হয়ে উঠেছে রূপকাশ্রয়ী, কখনও তুঙ্গ কল্পনায় বুনটে বাঁধা জাদু বিস্ময়ে। এই আখ্যান বাহিত হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্মে। এটি আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি থাকেনি, সে প্রকাশ করেছে মানুষের গোষ্ঠীগত চেতনার প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের জগতকে। এভাবেই তৈরি হয়েছে এক মিথের জগত, যা ইতিহাস নয় আবার শেকড়হীন কল্প কাহিনিও নয়। মিথ মানব অভিজ্ঞতার প্রজাতিলব্ধ প্রত্ন স্মৃতিভাণ্ডার। এই স্মৃতিভাণ্ডার থেকে মানুষ তার চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে। 'মিথ' বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতকে ছুঁয়ে থাকে। অতীতের মাটিতে শেকড় তার সমসময়ের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে জীবনদায়ী বাতাস দেয়।

'মিথ' শব্দটিই একটি জাদুশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে, এই জাদু ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শক্তি সমৃদ্ধ প্রাচীন রহস্যের, যা আমার রক্তে ও সংস্কারে বহন করছি। সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে যখন যুক্তি ও বিচারবোধ মুক্ত মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল জাগতিক কর্মকাণ্ড, প্লাবন-ভূমিকম্প বা বজ্রপাত তাকে হতচকিত করত এবং হতচকিত মানুষের মনে তখনই জন্ম নিয়েছিল পুরাকালীন আখ্যানের। মানুষের যুগযুগান্তরে প্রগতি সংস্কৃতি এই সব পুরাআখ্যানের মধ্যে প্রতিফলিত। গ্রিক শব্দ মুথোস (Muthos) শব্দ। এর মধ্যে কবিতা ও সংগীতের সুর ঝংকার, শৈল্পিক মিলনের রহস্য ও যাদু অনুভব করা যায়। 'মিথ' কে অনেকে পুরাণ ও অতি কথা যার সঙ্গে অলীক, অবাস্তব অনুষঙ্গ মিলিয়ে ভাবেন। তবে এটি 'মিথের' যথার্থ সংজ্ঞা নয়। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে মিথ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'আপাত প্রতীয়মান ঘটনার পরম্পরাগত গল্প যা একজন তার গোষ্ঠীর বিশ্ব দৃষ্টির আংশিক উন্মোচনে সাহায্য করে অথবা একটি ব্যবহার, বিশ্বাস বা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে।' বিগত শতকেও ভাবা হত 'মিথ' হল অবাস্তব ও অলীক কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীদের চর্চা এই ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। 'মিথ' আসলে আমাদের অতীতের সমাজ জীবন সংস্কৃতির ভিত। এ শুধুই সুদূর অতীত নয়, সাম্প্রতিক কালের ভিত্তিতে একে দেখতে হবে। অতিক্রান্ত সময় সম্পর্কে আগ্রহ এক ধরনের কথোপকথন, এই ডায়লগ বা কথোপকথনের একটি পক্ষ যাকে যা মিথের অস্তিত্ব দিয়েই যাবতীয় শিল্প সংস্কৃতি সমকালীনভাবে গ্রহণ করে। মানবিক অস্তিত্বে বিগত যুগের দিকে তাকানো, সেই সময়ের বাচনের সঙ্গে কথোপকথন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

'মিথ' একটি গোটা জাতির ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হওয়া কল্পসৃষ্টি, এই সৃষ্টির পেছনে সক্রিয়তার বোধ, এই বোধ ও অভিজ্ঞতা যে জ্ঞানের জন্ম দেয় তা দিয়ে সে তার ব্যাখ্যা করে। এই জন্য এর ভাষা বারে বারে পাল্টায়, নব নব রূপ নেয়। এই সৃজন লিখিত রূপে হতে পারে, নাও পারে। আমাদের সমাজেও লেখ্যচর্চার ইতিহাসের আগে একমাত্র সংযোগ প্রক্রিয়া ছিল মৌখিকভাবে বয়ানকে ধরে রাখা। এই উপমহাদেশে অজস্র ভাষাগোষ্ঠী বর্তমান, এদের অনেকের এই বয়ানের আখ্যানের মধ্যে সাযুজ্য বা মিল দেখা যায়। আমরা লক্ষ করছি পুরা আখ্যানের চৌহদ্দিও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বংশানুক্রমিকভাবে মৌখিকতার চর্চা ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মূলের থেকে সরে আসার কারণে বৈচিত্র এসেছে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানের মধ্যে। সময় গড়িয়ে যায় এবং সমাজও প্রাতিস্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে, কালোপযোগী করে তুলতে এইসব আখ্যানকে বদলে নিয়েছে, অবস্থার বাস্তবতাকে আরোপ করতে গিয়ে মূল আখ্যানের বিভিন্ন স্থানে কাহিনিকে বিকৃত করেছে। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে 'মিথ' সরে যায় তার প্রকৃত প্রাণশক্তির আধার থেকে। 'মিথে'র সঙ্গে যে রূপকথার স্বপ্ন এবং লেজ্যান্ডের কাহিনি ও ইতিহাসমুখিতা জড়িয়ে থাকে তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে বাস্তবতার চাপ দিলে তাতে বিকৃতি আসবেই। 'মিথে'র মধ্যে লুকিয়ে তাকে আদিম ধর্ম দর্শনের উপাদান। এই উপাদানের বাইরের কাজটা মনের ক্রিয়ায় ক্রমশ উন্নত হয় এবং নান্দনিক চেহারা নেয়, রিচ্যুয়ালের সঙ্গে মিশতে পারলেই তখন আর কাহিনি অবাস্তব স্বপ্নের থাকে না। বাস্তবের ছোঁয়ায় তা দ্বন্দ্বের আলোড়নের ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে, বাস্তব চরিত্রের জটিলতাও পূর্ণ মাত্রা নেয়। সমুদ্র আকাশ মন্দির জল স্থল বা প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের রাস্তা পথে চরিত্রগুলি ঘুরে বেড়ায়, আমাদের সঙ্গে কথা বলে। 'মিথে'র জগত আমার নিজস্ব জগতের ছবি হয়ে ওঠে।

'মিথ' স্বপ্ন, কল্পনা, ইমেজ নির্মাণের পাশাপাশি একটা আবিষ্কারের ক্ষেত্রও বটে। ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে মিথ বিস্তার নেয় নানা অভিমুখে। চেনা চারপাশ বদলে যায়, অদ্ভুত এক বাস্তবতা যেন সবকিছু পাল্টে দেয়। 'এই নির্মাণ সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সের বিভিন্ন' প্রয়োজন মেটায়, এই প্রয়োজনের ভিত্তি কল্পনাকুশল ভিন্নতা, মিথ থেকে ইতিহাস পরস্পরের মধ্যে জায়গা খুঁজে নেয়। মহাভারতের মধ্যে আর্যদের বর্ণবাদী মতাদর্শ এবং ফোরাত নদীর পারে তৈরি করা, এই চেষ্টাই হচ্ছে উচ্চতর রোম্যান্টিসিজম, একটা আকর্ষণ/ বিকর্ষণ রহস্যময় অজানার সুন্দর এবং অন্ধকারের দিকে, যে দিকে যাত্রা করলে কোনো গন্তব্যের খোঁজ মেলে না। এ হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ স্বপ্নময়তা (বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর / শালুক)। সৃজনশিল্পী সমাজ ও মানবজীবনের আখ্যান রচনা করেন, তার ব্যাখ্যা করেন, তাতে ভিত্তি করে গড়ে তোলেন সৃজন সম্ভার। এই জন্য 'মিথ' -এর ব্যবহার তিনি করেন। সাহিত্যে পুরানের বা 'মিথ' -এর নবরূপায়নে পরিবেশন একটি স্বীকৃত ও নন্দিত প্রকরণ।

সাহিত্যিকের কল্পনায় নতুন চেহারায় জেগে ওঠে পুরানের মূল কাহিনি। মেদ-মাংসহীন সেই কাহিনির কঙ্কালে স্রষ্টা নিজের কল্পনা মিশিয়ে বিনির্মাণ করেন; প্রাচীন আখ্যানের সঙ্গে বর্তমান বাস্তবতা ও সমসাময়িক বহু অনুষঙ্গ মিশে তৈরি হয় এক নতুন সৃজন যার গ্রহণযোগ্যতা, নান্দনিকতা ও নতুনত্বের অভিঘাত অনেক বেশি জোরালো ও স্থায়ী।

শুধু সাহিত্য নয়, নাট্যকার বা চিত্রশিল্পীরাও এই বিনির্মাণের দিশারি হয়ে ওঠেন। শাঁওলী মিত্র-র 'নাথবতী অনাথবৎ' -এ আমরা দেখি দ্রৌপদী ও তার পঞ্চস্বামীর সম্পর্কের সমীকরণের নবভাষ্য, যেমন মাইকেল করেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' -এ। শম্ভু মিত্র 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে। মণিপুরের মার্শাল আর্ট ও মহাভারতীয় মহাযুদ্ধের আবহে রতন থিয়ম করেন 'অন্ধাযুধ', যেখানে আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধশঙ্কার বিরুদ্ধে মানবচেতনে একটা ধাক্কা দেওয়া যায়। চৈতন্যদেবের মিথকে অবলম্বন করে গণেশ পাইনের আঁকা ছবিতে আধুনিক মিথীকরণের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগতে মিথের ব্যবহার হয়েছে নানাভাবে, এ নিয়ে আলাদা আলোচনার দাবি রাখে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' থেকে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' বা 'চণ্ডালিকা', 'বিসর্জন' — এমন মিথ বা পুরা-আখ্যানের নতুন ভাষ্য আমরা নানা রূপে দেখতে পাব, এখানে রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনি সৃষ্টি বা বয়ান করছেন না, তিনি কাহিনির নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন অনেক বেশি, বিশ্বাস তৈরির চেয়ে যৌক্তিক মন ও পরিবেশ নির্মাণে তাঁর লক্ষ, অর্থাৎ চেনা পুরাণকেই পৌরাণিকতা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন, পুরান থেকে কাহিনি নিয়ে পুরাণ ইতিহাসের নতুন অর্থ, মর্যাদা ও মাত্রা সৃষ্টি করেছেন।

আমরা জানি যে, লোককাহিনির চারিত্রিক ধর্মগুলোর একটি হল যে, তা কাব্যিক উদ্ভাবনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার উপাদান কল্পলোকের বাস্তব। তবে এর কাহিনি বাস্তবের ঘেরাটোপে বাঁধা নাও থাকতে পারে। 'মিথে'র শেকড় 'লোক' -এর বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত, 'মিথ' -এর সঙ্গে 'কাহিনি'র প্রভেদ এই যে, 'মিথ' কাহিনির অলীক গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তাকে জুড়ে দেয় অতীতের কোনো বাস্তবতার সঙ্গে। মিথ ও লোককাহিনির প্রসঙ্গে ব্লাদিমির পপ তাই যথার্থই বলেছেন 'অতীতের প্রাচীন ও আদিম জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে চর্চা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে তাদের সমস্ত লোককাহিনির কেবলমাত্র ধর্মীয় অথবা জাদুকরি চরিত্র আছে। লোকোপযোগী লেখায়, এমনকি, কখনো-কখনো বিশেষজ্ঞ আলোচনায় যা 'আদিম জনগোষ্ঠীর লোককাহিনি' বলে চালিয়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে লোককাহিনির প্রায়শই কোনো সম্পর্ক নেই।' লোককাহিনির উদ্ভব 'মিথে'র পরে। আমরা সোফোক্লিসের ইদিপাসের প্লটকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি। হেলাসে তা ছিল 'মিথ', কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে এই প্লটটিতে খ্রিস্ট্রিয় চরিত্র আরোপ করা হল এবং নায়ক হিসাবে উঠে এলেন জুডাস অথবা গ্রেগরি বা ক্লিটের অ্যান্ডু, আলবানের মতো তারা তাদের পুণ্যবলে পাপবোধ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। তবে লেভি স্ত্রসের অভিমত মেনে বলা যায় যে, 'মিথ' ও লোককাহিনির পাশাপাশি অস্তিত্ব রয়েছে, সুতরাং একটি অন্যটির পুরোধা বলে অভিহিত করা যায় না।'

'মিথে'র বাস্তবতা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে স্তরের জন্ম, তাকে এই সময়ের মানুষ অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সেই অতীতের জীবনযাত্রার লোকাচার - লোকাচরণ এই সময়ের নিরিখে ছিল কল্পনার অতীত। সেই সময়ে সৃষ্ট আখ্যান সমূহের উপর আবহমানকালের এত বৈচিত্রময় হাতের ছোয়া লেগেছে যে আদি চেহারাটা খোঁজাও কঠিন। এখানেই 'মিথে'র বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য; অনন্তকাল মানুষের মুখে মুখে সে বাহিত হয়েছে। তবে মিথ ইতিহাস নয়, কেন-না মিথ তথ্যভিত্তিক হয় না, সময়ের নিরিখে প্রাচীন হলেও তার কোনো সন তরিখ নেই। জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সামাজিক জীবনের বিশ্বাস, লোকজ ধ্যানধারনা, আচার অনুষ্ঠান যা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসতে এবং যার স্মরণে আবাল -বৃদ্ধ-বণিতা শক্তি সঞ্চয় করে, উৎসাহ পায় এবং আনন্দ লাভ করে তাই-ই মিথ। লেভি স্ট্রস-এর ব্যাখ্যায় মানুষের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক জগতের রহস্যের ব্যাখ্যায় মিথ মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে এবং এটি মানব মনের একটি মৌলিক প্রবণতা— যার সূচনা দেখা যায় আদি যুগে। মিথ ইতিহাসের পটভূমি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইতিহাস যেমন নির্বাচনের মাধ্যমে ঐতিহ্যের স্থান পায়, মিথ তার তুলনায় সামগ্রিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায়

'মিথে'র মধ্যে মধ্যযুগের ভাষার সমষ্টিগত অবচেতন কাজ করে। ক্রিস্টোফার কডওয়েল যাকে বলেছেন 'সমষ্টিগত অনুভূতি' বা 'কালেকটিভ ইমোশন'। ব্যক্তিগত ইচ্ছার বা পছন্দের স্তরকে অতিক্রম করে আখ্যানকার এই সমষ্টিগত চেতনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। কিন্তু আধুনিক সময়ে, বিশেষ করে গত শতকের থেকে, 'মিথ'-এর স্বাভাবিক চলন রুদ্ধ হয়েছে। 'আদিম ও আর্কেইক সমাজের সামূহিক চিন্তা রেনেসাঁস উত্তর পশ্চিমে ও আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পঙ্গু ইতিহাসে অনেকটাই শিথিল, ব্যক্তিকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু 'মিথ' তে ইলিয়াদ -এর ভাষায় 'A mode of being in the world' (এখন মিথ, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়) সামাজিক নিয়ন্ত্রণেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। 'মিথে'র অন্তর্নিহিত নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ আমাদের অগোচরে ও আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামজিক স্তর, বিন্যাসের শেকড় অনুসন্ধানে দেখা যাবে মিথের প্রবল উপস্থিতি, বহু দেশে শ্রেণি, বর্ণ ও বিভিন্ন সামাজিক বিন্যাসের মূলে মিথের পরিব্যাপ্ত ও বিভিন্ন উপলব্ধি কাজ করছে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'মিথ' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার কৌতূহল লইয়া অপরিণত বুদ্ধির মানব একদিন যে সকল অলৌকিক কাহিনি রচনা করিয়াছিলেন, ইংরেজিতে তাহাদিগকে ''মিথ' বলে। (বাংলা লোকসাহিত্য। প্রথম খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়)। ডাঃ ভট্টাচার্য 'লোকপুরাণ' বলে 'মিথ'কে অভিহিত করতে চেয়েছেন এবং একে লোকসাহিত্যেরই অংশ বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার ডঃ কমলেশ চট্টোপাধ্যায় বাংলা মিথের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'মিথের একটি সামান্য সংজ্ঞা দিতে বলা যায় প্রাচীনতম মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রণোদিত অলৌকিক

রসের ঘটনা নির্ভর কাহিনিমালার নামই মিথ।' মিথের আলোচনায় 'প্রাচীনতম মানুষ' প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, তাই স্বাভাবিকভাবেই পিছন ফিরে ওই সময়ের দিকে তাকাতে হয়। সভ্যতার বিবর্তনে লুইস হেনরি মর্গান থেকে ভি গর্ডন, প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন, সর্বত্র সমভাবে বিবর্তনের ঘটনা না ঘটলেও পদ্ধতিটি প্রায় একই। বর্ণ পর্যায়ে ফল মূল সংগ্রহ থেকে ভাষার উদ্ভব, আগুনের ব্যবহার, অস্ত্রের ব্যবহার, মাটির বাসন তৈরি, পশুপালন ও কৃষিকাজ, ধাতুর ব্যবহার থেকে হরফ বা লেখার সূত্রপাত ক্রমে ক্রমে ঘটেছে। মর্গানের তত্ত্বের পুর ভিত্তি করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তনে আগুনের ব্যবহার সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, এরপর কৃষির আবিষ্কার এবং তারপর নগর সভ্যতার পত্তন। সংস্কৃতির এই বিবর্তনের ধারাতেই গড়ে উঠেছে মিথ বা লেজেন্ড। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই সময়ের মানুষ বুদ্ধির ব্যাখ্যাতীত ঘটনাগুলোর কারণ খুঁজতে গিয়ে স্বভাবতই সহজাত সংস্কারে তাদের ধর্ম বিশ্বাস, দৈব নির্ভরতা ইত্যাদির সঙ্গে সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। মিথের ক্রমরূপান্তর ঘটে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে ওই বিবর্তনের পথ ধরেই। প্রাথমিক পর্যায়ে মিথ তাই অপরিসীম দৈব নির্ভর। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রমৌলী সেনগুপ্তের অভিমত উল্লেখ করা যায়, 'আপাত দর্শনে যতই কেন-না অবাস্তব, অলৌকিক, অসম্ভব বলে মনে হোক, তার গভীরে লুকিয়ে থাকে রিয়ালিটির অজস্র অভিজ্ঞানের রেণু।' এই মন্তব্যের ভেতরে আমরা খুঁজে পাই অতীতের সেই সব স্রষ্টাদের যাঁরা সৃষ্টির নব আনন্দে মেতে উঠতেন। বিংশ শতকের প্রযুক্তির বিস্ফোরণ পরবর্তী বিশ্বায়নের ঘোরে মগ্ন বিশ্বে মিথ-এর ওই জগত রুদ্ধ হয়ে যায় মানুষের জন্য। মিথ নতুন করে গড়ে উঠতে থাকে, ধনতান্ত্রিক জগতের সৃষ্ট এই মিথের চরিত্র আদিম সমাজে, আর্কেইক সমাজের মতো না। বিশ্বায়ন উত্তর জগত মানুষের সামনে হাজির করেছে 'বিশ্ব গ্রাম'কে, মনুষের গহনে, তার নব সৃজনে সেই 'আধুনিক মিথ' বর্তমানের বাস্তব। তাই, আরও নানা মাত্রায় মিথিক।

মিথ বা লোকপুরাণে আলোচনায় আমাদের 'পুরাণ' প্রাসঙ্গিক। পুরাণের সংজ্ঞায় বলা হয় বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা ঋষি, দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির বংশবিবরণ এবং বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা ও মন্তব্য পুরাণের লক্ষণ।' (সুধীন্দ্র সরকার)। ইংরেজিতে উল্লেখিত বিষয়যুক্ত 'Myeth' এবং 'Legend' -এর সঙ্গে। লেজেন্ড হল 'originally something to be read at religious service at meals, usually a saints or martyr's life... Legend has since come to be used for narrative supposedly based on fact, with a inter mixture of traditional materials told about a person, place or incident' অর্থাৎ অলৌকিতামুক্ত মানুষের জীবন কথাই লেজেন্ড, অন্যদিকে মিথ হল MA story Presented as having consmological and super natural traditoons of a people or their Gods, Heros, Cultural traits, religious beliefs etc.—এই মতে মিথের সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের প্রকৃত অর্থেই 'মিথ' ও লেজেন্ডের সমন্বয় দেখা যায়। তবে, যেহেতু এই সমূহ কাহিনি মানুষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ফসল, তাই একে অনেক সঙ্গে মিলে মিশে গেছে বা দুটিরই রূপান্তর ঘটেছে। পুরাণ, পুরা+ণ। 'পুরা' বা পূর্বে অর্থাৎ প্রাচীনকালে এবং 'এ' অর্থাৎ সংঘটিত বা জাত, অর্থাৎ প্রাচীনকালে যা ঘটেছিল তাই পুরাণ। সংস্কৃত 'পুরাতন' থেকে প্রাকৃত 'পুরাণ'। আভিধানিক অর্থে কোথাও কোথাও বলা হয়েছে যে প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে প্রবহমান কাহিনি, বিশেষত কোনো জাতির আদি ইতিহাস-সম্পৃক্ত বিশ্বাস, ধারণা ও নৈসর্গিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাই পুরাণ। 'চলন্তিকা'-য় পুরাণ হল প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্দিমূলক শাস্ত্রগ্রন্থ। অন্যদিকে 'মিথ' বলতে অভিধান বলছে যে নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিদ্যমান অতিমানবীয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ' -এ (ডঃ দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত) 'মিথ' বা 'লোকপুরাণ' সম্পর্কে বলা হয়েছে — মানুষের আদিতম সাহিত্যকৃতি লোকপুরাণ তা মিথ সম্পূর্ণতই মৌখিক ঐতিহ্যানুসারী। গ্রিক শব্দ 'মুথোস্' (অর্থাৎ মুখ), 'মিথ' ও 'মাউথ্' দুই শব্দের উৎস। বর্ণমালা সৃষ্টির বহু সহস্র বছর আগেই আদিম লোকপুরাণের সৃষ্টি; প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের মধ্যে ওই আদিম পুরুণগুলির হদিশ খুঁজে পাওয়া যায়; পরবর্তীসময়ে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশে তাদের বাইরে কাঠামো বদলে যায় ধীরে ধীরে, যদিও ভিতরের কাঠামোটি মোটামুটি অপরিবর্তিতই রয়ে যায়।

আভিধানিক অর্থে বলা যায় কোনো এক গোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত বাস্তবে নিরস্তিত্ব গল্পই 'মিথ'। তবে 'মিথ' মানে মিথ্যা নয়, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়; 'মিথ কি মিথ্যা? তা নয়, যত ক্ষুদ্র হোক প্রতি কিংবদন্তি বা পুরা কাহিনির মুলেই একটি সত্য থাকে। সেই সত্য জাতির জীবনে পবিত্র, তাৎপর্যপূর্ণ আদর্শ রূপে থাকে।' আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কোনো একটি গল্প বা আখ্যান সৃষ্টির পর চিরকাল একই রকম থাকে না। অর্থাৎ, অন্যান্য লোককাহিনির মতো মিথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণে নবগঠিত হতে হতে এগিয়ে চলে। সামাজিক বিবর্তনেও বিভিন্ন সমাজে কোনো - না কোনো সময়ে অর্ন্তলীন ও বহিরাঙ্গিক মিল লক্ষ করা যায়। এর সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতির কারণে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, জনজাতির সঙ্গে জনজাতির সাংস্কৃতিক আদন-প্রদান ও মিশ্রণ ঘটেই চলেছে। ফলে, একের মিথ অন্যের ঐতিহ্যে এসে মিশেছে, একের ঐতিহ্য অন্যের মিথকে পুষ্ট করেছে। অবচেতন মনেও অনুরূপ কাহিনিকে গ্রহণ করার সুপ্ত প্রবণতা এই মিশ্রণে সাহায্য করে চলছে।

মানুষ তার মননে সজ্ঞানে নির্জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তার গোষ্ঠী ভাবনাকে বহন করে চলছে। তার প্রতি স্তরেই কোনো - না - কোনোভাবেই এক বা একাধিক শক্তির দ্বন্দ্বের লব্ধ ফল রূপে সংস্কৃতির গড়নটা একটা কিছু চেহারা ধারণ করেছে। দ্বন্দ্বের পাত্র বা বিষয় ভেদ হতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বটা নিজে তো চিরন্তন; ফলে এই দ্বন্দ্বজাত সব কাহিনির মধ্যেই ভাবগত অন্তর্কাঠামোতে এটা অস্পষ্ট। সেইগুলি আদিমত উপকরণ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এর পরের পর্যায়ে লোকপুরাণে দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। সাপের জিভ চেরা কেন - না— মানুষকে ঠকিয়ে অমরত্বের মহাজ্ঞান নেবার শাস্তি হিসাবে দেবতার অভিশাপে এমন হয়েছে— এই মিথে মানুষ ও প্রকৃতির (যার প্রতীকী প্রতিনিধি হল সাপ) সংঘাত অস্পষ্টভাবে সূচিত হয়েছে।' (ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত)

প্রতিটি মিথের মধ্যেই উপাদান কিংবা ঘটনা কিংবা চরিত্রের ক্ষেত্রে কোনো-না-কোনোভাবে দ্বান্দিক বা ডায়লেকটিক্যাল পরিবেশ রয়েছে। কখনও সেটা প্রত্যক্ষ কখনও সেটা কিছুটা পরোক্ষ বা রূপকাশ্রয়ী। কখনও বা পুরোপুরো পরোক্ষ বা প্রতীকাশ্রয়ী। যে সামাজিক মানসিকতা বাস্তব পরিবেশকে যতখানি মানিয়ে নিতে পারে তার মিথ ততটাই পরোক্ষ, যতটা কম পেয়েছে ততটাই প্রত্যক্ষ হয়েছে। ধর্মীয় বা সামাজিক অনুশাসন যত বেড়েছে মিথের চরিত্র তত বদল এসেছে।

আধুনিক সময়ে নানা মাত্রার মিথ সক্রিয়, যেমন সক্রিয় 'জাতীয়তাবাদী মাইথোলজি'। গত শতকের বিশ্ব ধ্বংসের অভিমুখী আত্মঘাতী দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পেছনেও এই রেস বা জাতি নির্ভর মিথ। এই মিথের বিপক্ষে থেকে সক্রিয় ভবিষ্যৎমুখী আরও এক মিথ, তা হল সাম্যবাদী সমাজের মিথ, শ্রেণিহীন সমাজের মিথ। এই মিথও জন্ম নিয়েচে ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতা থেকেই। 'জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতে জন্ম নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে, যার সঙ্গে জুড়ে গেছে সভ্যতার অগ্রগতির চাকা। কিন্তু ইউরোপের এই জাতীয়তাবাদ সুবিধামতো তার চরিত্র পাল্টে নিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের ভেতর শকুনি মামার পাশার গুটির মতো ভেতরে রেখে দিয়েছে খ্রিস্ট্রিয় সত্তাকে। সাম্প্রতিক অতীতে প্রবল হয়ে ওঠা খ্রিস্টান বনাম ইসলামের যে সংঘাতের কথা বলা হয় তা মূলত পশ্চিমী জাতীয় স্বার্থের অনুযায়ী। এমনই ঘটনা আমরা দেখি ভারতের জাতীয়তাবাদের মিথে। ইউরোপীয় মডেলে বিকশিত এই জাতীয়তাবাদের ভিত হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদের বিভ্রমে জড়িয়ে যায়, পাশাপাশি বিরুদ্ধ প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় এই উপমহাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদ। ফলত, এক সমাধানহীন সংঘাতে জড়িয়ে যায় ভারতীয় লোকসমাজ। জাতীয় চরিত্রে মিথ এখানে একই সঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে এরই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। শিবাজি, রানা প্রতাপ বা গুরু গোবিন্দ সিংহ, বাবর, টিপু সুলতান প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে এক উন্মাদনা তৈরি হয় যা একেবারেই আধুনিক মিথ নির্ভর।

আধুনিক মিথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ক্ষমতার সমীকরণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। যীশু খ্রিস্টকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে ধরে নিয়েও বলা যায় তাঁকে ঘিরে যেসব অলৌকিক আখ্যান রচিত হয়েছে, যে সমস্ত মিথ তাঁকে ঘিরে ধর্ম চর্চায় চর্চিত হয়ে আসছে তাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা থেকে আধুনিক মানুষও বিরত থাকেন। বুদ্ধদেব সহ অনান্য ধর্মীয় প্রবক্তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মিথের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক যতটা যুক্তি গ্রাহ্যতার নিরিখে বিশ্লেষিত হয়েছে ততটা সম্ভব হয় না খ্রিস্ট্রিয় মিথগুলোর ক্ষেত্রে। মুসলিম জগতে মহাপুরুষ বা পয়গম্বরকে নিয়ে যেসব মিথ রয়েছে তা ইতিহাস ও বাস্তবতার নিগড়ে বাঁধা। তাই, সাধারণত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বের সমস্যা এখানে ততটা হয় না। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত মিথ-নির্ভর নয়, অনুশাসনকেন্দ্রিক। পাশাপাশি ভারতবর্ষে লক্ষ করা যায় যে, হিন্দুত্ববাদীদের সাম্প্রতিক সময়ের মিথিকাল চরিত্রসমূহের পুনঃচর্চার পেছনে রয়েছে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কারণ। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র থেকে রানা প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতিকে নিয়ে তৈরি মিথগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যুক্ত করে ফেলার পেছনে রয়েছে সেই ক্ষমতার রাজনীতি। এই প্রবণতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রে গণেশ উৎসব বা অন্যত্র ভারত মাতার আরাধনার নামে এক হিন্দু দেবী মূর্তির বন্দনাকে জুড়ে দেওয়া। বাংলাতে দেখা যায় বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ বা বন্দেবাতরমের আবহে দেশ ও হিন্দু দেবী মূর্তির সমীকরণে একটা মিথ তৈরি করার প্রচেষ্টা। হিন্দু মহাসভা, হিন্দু জাগরণীর মধ্য দিয়ে দেশবোধ বা ধর্মবোধকে মিশিয়ে দেবার সচেষ্ট প্রক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়েসে এর বিরুদ্ধে ছিলেন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সমান্তরালে ভূমিকা নিয়েছিলেন বিকল্প ভাবনায়। ধর্মীয় আবেশকে জাতীয়তাবাদ থেকে আলাদা রাখার জন্য তিনি সক্রিয় ছিলেন, এক্ষেত্রে প্রকৃতি ছিল তার আশ্রয় স্থল। প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে মিথ প্রসঙ্গে লিখেছেন 'সমগ্র ভারত ভূখণ্ড ১৯৪৭ -এ দুটি পতাকার মিথে ভাগ হয়ে যায়; ১৯৭১ -এ আবার আর এক পতাকার মিথ। ...বিশ্বকাপ ফুটবলে জাতীয় সংগীত বাজানা, বিশ্ব বিজ্ঞান মঞ্চে জাতীয় পতাকা উত্তোলন মিথিক। ওই পতাকার সঙ্গে স্বদেশের যে সমীকরণ, তাতে মিথের আভাস স্পষ্ট। এ শুধু জাতীয়তাবাদের নয় বিপ্লবের পতাকাও তাই। বিপ্লবের রং লাল, কাস্তে হাতুড়ি, ওই রং ওই প্রতীক প্রলেটারিয়েট নামক বাস্তবের মধে মিথিক আবেগ ও স্বপ্ন এনে দেয়। মিলেনিয়ামের ধারণাতেও তাই থাকে মিথ— আসলে মিথ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। সত্যকে উত্তর আধুনিক মানতে চায় না, 'সত্য' একটা নয়, বহুমাত্রিক বাস্তব— এই ভাবনায় মিথ ফিরে ফিরে আসে অন্যভাবে।' (আর্যমা)

নিউইয়র্ক সংলগ্ন সামুদ্রিক শিলার ওপর যে স্বাধীনতার স্মারক মূর্তিটি প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার আভাও আজকের দিনের এক মিথিক চরিত্র নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফরাসি উপহারে যে গণতন্ত্রের গন্ধ লেগে রয়েছে তাতে অবশ্যই রয়ে গেছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবহ। এই মিথিক আবহ মুক্ত না হওয়ায় বাসনাতেও যুক্তরাজ্যের বামিংহাম প্যালেশের মতো ইউরোপের অনেক গণতান্ত্রিক আলোকদৃপ্ত রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের অন্তিম চিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে, অতিহ্য অনুষঙ্গ হিসাবে। অবচেতন এই মিথিক তৃপ্তির তৃষ্ণাই গত শতাব্দীর শেষপর্বে বিপ্লবের মিথ চূর্ণ করে লেলিনগ্রাদ হয়ে যায় আবার সেন্টপিটার্সবুর্গ, ব্রহ্মদেশ হয়ে যায় মায়নামার। এই মিথিক তৃষ্ণা থেকেই মাথা চাড়া দেয় অতীতে ফিরে যাবার বাসনা। ছোটো ছোটো রাজতান্ত্রিক কাঠামোর সেইসব হারানো রাজ্যের খোঁজ শুরু হয়, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বোধের মোড়কে জন্ম নেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সত্তা, জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা ভাবনা। এরই ফলশ্রুতি, এই উত্তর বাংলায় 'গ্রেটার কোচবিহার' বা উত্তরপূর্বের নানা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর রাষ্ট্রভাবনা।

পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক সমাজ বিন্যাসের বাস্তবতা থেকে নির্মিত রাজনৈতিক বিশ্বাস 'গণতন্ত্র', যা সংসদীয় গণতন্ত্রের চেহারায় বিদ্যমান। গণতান্ত্রিক ব্যবহার অভিমুখ ছিল জনগণের নিয়ন্ত্রণে তার আর্থিক, সামাজিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিন্তু মার্কসীয় বীক্ষণে এই ব্যবস্থার ফাঁক ও ফাঁকি ধরা পড়ে, এ বিপরীতে তুলে ধরে সমাজতান্ত্রিক দর্শন। 'কিন্তু গণতন্ত্র শব্দটি রিয়ালের সীমা ছাড়িয়ে ক্রমশ মিথিক হয়ে ওঠে। যেমন আমেরিকা ইরাকের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায় গণতন্ত্রের নামে।

নির্বাসিত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মায়ায়। মানুষের বাঁচার অধিকার বাঁচার পটভূমি রচনা করা বড়ো কথা, তার রুটি ও মনকে স্বাধীন করাই মূলকথা— সেটি না করে গণতন্ত্রের 'মিথ' দিয়ে ধ্বংস, শোষণ, নিপীড়ন চালনো শেষ পর্যন্ত মিথিকাল বিহেবিয়ার-এর মধ্যে পড়ে।' (এখন মিথ, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়)। এভাবেই একসময় ইরান, আফগানিস্তান থেকে ল্যাটিন আমেরিকায় আমরা নব্য -বর্বরের মিথিক্যাল বিহেভিয়ার দেখেছি, গণতন্ত্রের মিথকে অস্ত্র করে মানুষ মারণ খেলার রক্ত হোলি। 'সমাজতন্ত্র' শব্দের পরিণতিও তাই, হিটলার তার দলের সঙ্গে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পূর্ব ইউরোপ সহ অনেক স্থানেই সমাজতন্ত্রের মিথ ঢেকে দেয় 'রিয়াল'কে। এক ধর্মীয় ইউরোপ সহ অনেক স্থানেই সমাজতন্ত্রের আদি প্রবক্তাদের সঙ্গে। সাম্প্রতিক সময়ে এমনি এক শব্দ 'সংস্কার' ও মিথিক হয়ে উঠছে। সংস্কারের মিথে রাষ্ট্রের মানবিক মুখ আড়ালে চলে গিয়ে সামনে এসে পড়ছে এক তথাকথিত 'উন্নত ও মুক্ত' রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চেহারা। তবে এটা অবশ্য ঠিক যে এইসব আধুনিক সময়ের 'মিথ' ধর্ম সংলগ্ন নয়। আধুনিক সময়ের উপর দাঁড়িয়ে 'মিথ'কে শুধু ধর্মলগ্ন করে ভাবলে চলবে না। লেভি স্ত্রস-এর ভাবনায় 'মিথ' জ্ঞান হিসাবে সক্রিয়, এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় 'Methods' of observation and reflection এবং 'মিথে'র উদ্দেশ্য is to provide a logical model capable of overcoming a contradiction। 'মিথ' প্রতিনিয়ত সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতগুলোর মধ্য দিয়ে তৈরি হতে হতে এগিয়ে চলে; নবনব রূপে সে সতত গড়ে ওঠে।

আধুনিক সমাজে মিথ অতীতের আর্কেইক সমাজে যে ভূমিকা পালন করত, আজ তা করবে না। রলাঁ বার্ত এই সময়ের মাইথোলজির আলোচনায় বলেছেন 'change the object itself' মিথ আজকের সময়ে দৈনন্দিনতার মধ্যে ঢুকে রয়েছে। ভোগ্যপণ্যের বাজার বিস্তার থেকে ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার এ সবের অবাধ উচ্চারণে এই মিথকে দেখা যায়। এটি সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, প্রতিফলন, বিফ্লেকশন। বার্ত মনে করেন যে সমসাময়িক, এখনকার মিথ অবিচ্ছিন্ন, এই মিথ নির্দিষ্ট বিবর্তনে প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত হয় ডিসকোর্সে, বড়োজোর এটা একটা phraseology। Myth disapperars, but having so much the more insidious- the mythical। বার্তের মিথিকাল ইনর্ভাসন অনুসরণে যদি আমাদের সমাজে দেখি, তা হলে দেখব মিথ আমাদের ঘিরে রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। লেভি স্ত্রাস-এর দেখা আদিম সমাজের মিথের চরিত্র আজ পরিবর্তিত। সামাজিক সমীকরণ পাল্টে যাচ্ছে ধনতন্ত্রের বিক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন অনুব্যক্তির, বিমূর্ত বাজার, শ্রেণিবাস্তব পাল্টে যাচ্ছে ধনতন্ত্রের বিক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন অনুব্যক্তির, বিমূর্ত বাজার, শ্রেণিবাস্তব পাল্টে দিয়েছে যাবতীয় মিথিক আচরণকে। পুঁজিবাদের ভাবাদর্শ তাকে খণ্ডিত করে মৌল উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। নতুন এক মিথের জগত তৈরি হচ্ছে, যেখানে মানুষের সমাজ ক্রমশ বাস্তব বিচ্ছিন্ন এক মায়াবী মিথে ভেসে বেড়ায়, এই মিথ ক্রমশ তাকে সামাজিক সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত মানুষ যতই বিজ্ঞান মনস্ক হোক তার ভাবনায়, আচরণে, স্বপ্নে মিথ শেকড় গেড়ে বসে আছে, সে কখনই তার মিথিক আচরণকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

তথ্যসূত্র :

১। বার্নিক রায় : কবিতায় মিথ, পুস্তক বিপনি মিথ, পুস্তক বিপনি।
২। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী : বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস।
৩। অঞ্জন সেন, উদয় নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত : মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি।
৪। ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত : লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি।
৫। মাধুরী সরকার : লোক পুরাণে সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব।
৬। কমলেশ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার।
৭। নীহাররঞ্জন রায় : Myth and reality in the Ramayana and Mahavarata 1976 (গোবিন্দ বল্লভ পন্থ স্মৃতি বক্তৃতা)
৮। Calude Levi Strauss : Myth and Meaning, London 1978
৯। Mircea eliade : the sacred and the profane, 1969.
১০। লেভি স্ট্রস, ক্লদ, স্ট্রাকচারাল এনথ্রপলজি, ১৯৬৮।
১১। শালুক, সম্পাদক : ওবায়েদ আকাশ, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১৪২০
১২। ডি. ডি. কৌশম্বী, মিথ এন্ড রিয়েলিটি ১৯৬২।